https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

অপারেশন ব্লু স্টার ও তার ফলাফল : একটি পর্যালোচনা

শুক্লা মণ্ডল [১]

সারসংক্ষেপ:
অপারেশন ব্লু স্টার (জুন ১৯৮৪) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত সামরিক অভিযান যা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির কমপ্লেক্স থেকে জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে সশস্ত্র জঙ্গিদের অপসারণ করার জন্য হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান পাঞ্জাব বিদ্রোহের মধ্যে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই অভিযান করা হয় । এই অভিযানের ফলে উল্লেখযোগ্য হতাহত এবং পবিত্র শিখ মন্দিরের প্রচুর ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। এই গবেষণাপত্রটি সমসাময়িক পরিস্থিতি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামরিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর গভীর পরিণতিগুলি সংক্ষেপে পরীক্ষা করে। এটি যুক্তি দেয় যে অভিযানটি সফল হলেও, একটি কৌশলগত ব্যর্থতা ছিল। এটি রাষ্ট্র-সমাজের সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে ভেঙে ফেলে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও গভীর করে এবং সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গার দিকে পরিচালিত করে। এই ঘটনাটি ভারতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে রয়ে গেছে, যা ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং জাতীয় পরিচয়ের জটিল পারস্পরিক প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে। এই ঘটনার ফলস্বরূপ এখনো শিখদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

সূচকশব্দ: পাঞ্জাব, স্বর্ণমন্দির, বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা।

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

ভূমিকা

অপারেশন ব্লু স্টার ছিল 1984 সালের জুন মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান। পাঞ্জাবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং জঙ্গি কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল শিখদের পবিত্র স্বর্ণমন্দির (হারমন্দির সাহেব) চত্বর থেকে জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার সশস্ত্র অনুগামীদের উচ্ছেদ করা ।

ভিন্দ্রানওয়ালে, একজন উগ্র শিখ ধর্মগুরু, 1982 সালের ডিসেম্বর থেকে স্বর্ণমন্দির চত্বরে অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেন। তার নেতৃত্বে মন্দির চত্বরটি দুর্গে পরিণত হয় এবং সেখানে ভারী অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয়। পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বেড়ে যায় এবং সরকারি কর্মচারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও হামলার শিকার হন। ক্রমবর্ধমান এই অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না বলে সরকার মনে করেছিল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল কুলদীপ সিং ব্রার। পাঞ্জাব জুড়ে ব্যাপক কার্ফু জারি করে যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। 5 জুন রাতে সেনাবাহিনী স্বর্ণমন্দির চত্বরে প্রবেশ করে এবং ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার প্রধান সহযোগীদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই সংঘর্ষে ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার অসংখ্য অনুগামী নিহত হন, পাশাপাশি সেনাবাহিনীরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পবিত্র আকাল তখত সহ মন্দির চত্বরের বেশ কিছু স্থাপনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযানটি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সফল হলেও, এর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী এবং ভয়াবহ। শিখদের পবিত্রতম স্থানে সেনা অভিযান এবং অসংখ্য সাধারণ তীর্থযাত্রী নিহত হওয়ার ঘটনা সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এই ক্ষোভের আগুনেই মাত্র কয়েক মাস

[১] *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেইল: mandalsukla97@gmail.com*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.70-76
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP.45-49
Received on 21st February, 2026 & Accepted on 23rd February, 2026, Published: 28th February, 2026

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

পরে, 1984 সালের 31 অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী তার নিজের শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর দেশব্যাপী শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ শিখ নাগরিক প্রাণ হারায়। অপারেশন ব্লু স্টার ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিতর্কিত ও কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি শিখ সম্প্রদায়ের সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কে একটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও উসকে দেয়, যা পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করে।

অপারেশন ব্লু স্টার

অপারেশন ব্লু স্টার ছিল ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির চত্বরে পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান। পাঞ্জাবে খালিস্তান নামে একটি পৃথক শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে জঙ্গি কার্যক্রম চরম আকার ধারণ করলে এবং জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে সশস্ত্র উগ্রপন্থীরা স্বর্ণমন্দিরকে দুর্গে পরিণত করে সেখানে আশ্রয় নিলে এই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 3 জুন থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে সেনাবাহিনী মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার অনুগামীদের নির্মূল করে। আকালি দল 3 জুন স্বর্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুরু অর্জুন সিং এর শহীদের দিনটিকে বেছে নিয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে গণ অসহযোগ অভিযান শুরু করার জন্য। বিদ্রুপাত্মকভাবে সেই দিনই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সেনাবাহিনীকে দরবার সাহেবের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, অপারেশন ব্লু স্টার হল 1984 সালের জুন মাসে ভারতীয় সেনা বাহিনীর দ্বারা দরবার সাহেবে হামলার কোড নাম (Deol, 2000, p.206)।

অনেক মাস আগে সেনাবাহিনীকে যে কোনও সময় স্বর্ণ মন্দিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মন্দির চত্বরের বিন্যাস, প্রবেশদ্বার এবং সুরক্ষিত অবস্থানের সাথে ঘেরাওকারীদের পরিচিত করার জন্য চক্রাতায় (মুসৌরির কাছে) মন্দির চত্বরের একটি প্রতিরূপ প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভিন্দ্রানওয়ালের যোদ্ধাদের শক্তি, তাদের স্বভাব এবং তাদের কাছে যে ধরনের অস্ত্র ছিল তা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সংগ্রহ করেছিল। মেজর জেনারেল কে. এস. ব্রার, যার এই অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, সেনাসহ কিছু কর্মকর্তা অজ্ঞাতপরিচয়ে মন্দির চত্বর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। (Singh, 2024, p.353).

রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসাবে জ্ঞানী জৈল সিংকে ইন্দিরা গান্ধী পাঞ্জাবকে সামরিক শাসনের অধীনে রাখার অনুমোদন দিতে বলেছিলেন। একবার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের (civil authorities) আর কোন অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রপতি জৈল সিংকে মন্দিরের নকশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। মিসেস গান্ধী যদি জৈল সিং কে এই বিষয়ে অবগত করাতেন তাহলে তিনি অন্তত সামরিক অভিযান চালানোর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারতেন। তখন বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রী সেখানে তাদের শহীদ গুরুর সেবা উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বেশ কিছুদিন আগে থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তার উপদেষ্টারা কেবল মাত্র মন্দিরে সেনাবাহিনী পাঠানোর পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন শুধু তাই নয় সেনাবাহিনীও ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার লোকেদের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মিসেস গান্ধীর তরুণ পরামর্শ দাতাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্তারা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সঙ্গে এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সেনাপ্রধান জেনারেল এ.এস.বৈধ , লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুন্দরজি, GOC western command, এই অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন এবং সাথে ছিলেন দুজন শিখ জেনারেল রঞ্জিত সিং দয়াল chief of staff Western command যিনি পাঞ্জাবের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন এবং মেজর জেনারেল কে. এস ব্রার (Singh, 2024, p.353-354)।

সরকার শেষ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল, দেশের অন্যান্য অংশ থেকে পাঞ্জাবের সীমানা সিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং অমৃতসরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী স্বর্ণ মন্দির কমপ্লেক্স ঘেরাও করে, ট্যাঙ্ক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্যরা দরবার সাহেবের চারিপাশে কৌশলের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে। গুরু অর্জুনের শহীদ বার্ষিকী উপলক্ষে স্বর্ণমন্দিরে সেবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রচুর সংখ্যক তীর্থযাত্রী মন্দিরে জড়ো হয়েছিল। অনুমান করা যায় জুনের 3 তারিখে মন্দিরে প্রায় 10000 জন তীর্থযাত্রী ছিলেন। (Deol, 2000, p.206-207)। সন্ত লঙ্গোওয়াল, জি. এস. তোহরা, বি. এস. রামোয়ালিয়া, বিধবা অমরজিৎ কৌর এবং আরও প্রায় 350 জন সহ আকালি নেতারা মন্দিরের পূর্ব দিকে থাকতেন যেখানে আকালি দল এবং এসজিপিসি-র রান্নাঘর, সেরাই এবং অফিসগুলি অবস্থিত ছিল। তারা হয়তো সেনাবাহিনীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল এবং মন্দিরে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত রোধ করতে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা ভিন্দ্রনওয়ালের লোকদের নজরদারির মধ্যে ছিল, যার কমপ্লেক্সের বিপরীত প্রান্তে অকাল তখত এবং তিনটি টাওয়ারের ঠিক নীচে দুটি রামগর্মা বুকার এবং জলের টাওয়ার যার উপর বব্বর খালসার সদস্য স্নাইপারদের আশ্রয় স্থল ছিল। ভিন্দ্রানওয়ালে অগ্নিসংযোগ ও অবজ্ঞা অব্যাহত রেখেছিলেন। এমন কি সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে মন্দিরটি ঘেরাও করার পরেও তিনি একজন সাংবাদিক কে বলেছিলেন, 'If the authorities enter Indira will crumble, we will slice them into small pieces.... Let thein come.' তিনি খালিস্তান সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি স্পষ্টবাদী ছিলেন, ভিন্দ্রানওয়ালে বলেছিলেন, 'I have definitely not opposed it. But at the moment

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

I can't say I support it.'। তিনি আরো বলেন 'Frankly, I don't think that Sikhs can either live in or with India' (Singh, 2024, p.353-354).

জুন মাসের 1 তারিখ সরকারের আধা সামরিক বাহিনী Central reserve police force (CRPF) Border security force (BSF) মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়, এটা সুনিশ্চিত করতে যারা মন্দির দখল করে আছে তাদের কাছে কি ধরনের অস্ত্র আছে। এই ঘটনায় মন্দিরের ভেতরে থাকা এগারো জন প্রাণ হারায় এবং অনেকেই আহত হয়। লঙ্গোয়াল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে একটি চিঠি দিয়ে তার সরকারকে শিখদের বিরুদ্ধে একটি নতুন যুদ্ধ করার অভিযোগ এনে তাকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছিলেন 'every bullet fired at the Golden Temple will hit every Sikh wherever he be in the world.' (Singh, 2024, p.356-357).

পাঞ্জাবে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়, সড়ক রেল এবং বিমান পরিষেবা স্থগিত করা হয় , মন্দিরের বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করা হয়, মন্দির কমপ্লেক্সকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা হয় । ভিন্দ্রানওয়ালের লোকেরা সৈন্যদের গতিবিধি দেখার জন্য এবং তাদের অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেয় (Singh, 2024, p.356-357)। জুনের 3 তারিখ মন্দিরের টেলিফোন এবং পানীয় জলের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয়। তারপর 5 জুন অপারেশন ব্লু স্টারের প্রথম পর্বে মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে থাকা আকালি নেতাদের বের করা হয় এবং আটক করা হয় (Deol, 2000, p.206-207)। প্রথমে ভিতরে থাকা লোকেদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। SGPC এবং তাদের পরিবারগুলোর কয়েকশত সদস্য বেরিয়ে এসেছিল। অন্যরা সেনাবাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের ক্রোধ উভয়ের ভয়ে যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। ততক্ষণে খবর আসে অমৃতসরের আশেপাশের শিখ কৃষকরা তাদের কাছে থাকা বিভিন্ন গ্রামীণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসতে শুরু করে এবং শহরের দিকে একত্রিত হতে থাকে ' (Singh, 2024, p.356-358) । সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কগুলি অমৃতসরের কাছে প্রায় তিন হাজার শিখ দের আন্দোলন প্রতিহত করে এবং এর ফলে অনেকেই নিহত হয়। সেই স্থানে হেলিকপ্টার নিয়ে আসা হয় জনসমাবেশগুলো চিহ্নিত করার জন্য। ট্যাঙ্ক ও অস্ত্র সজ্জিত যানগুলো ব্যবহার করা হয় সেই বিশাল জনসমাবেশকে বিক্ষিপ্তভাবে ভেঙে ফেলার জন্য। সরকার শিখ বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা করেছিল এবং তারপর দরবার সাহেবে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় (Deol, 2000, p.206-207)।

গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক এবং অস্ত্র সজ্জিত যানগুলি চারিদিক থেকে মন্দিরে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এবং হেলিকপ্টারগুলো মন্দির কমপ্লেক্সের ভেতরে অস্ত্র সজ্জিত যানগুলোকে ফায়ার করার জন্য উপর থেকে পরিচালনা করছিল (Deol, 2000, p.206-207)। সেনাবাহিনী জীবন বা মন্দিরের ক্ষতির বিনিময়েও 5-6 জুনের রাতের মধ্যে কাজটি শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেনাবাহিনী তিন দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রথম আক্রমণ ছিল মন্দিরের বিস্তৃত খোলা পথ দিয়ে, যেখান থেকে তারা আকালি নেতাদের নিয়ে গিয়েছিল। কালো পোশাক পরা প্রথম ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের সঙ্গেই প্যারাসুট রেজিমেন্টের কমান্ডোরাও ছিল। তাদের ভিতরে গিয়ে খুব দ্রুত আকাল তখতের দিকে যাওয়ার কথা বলা হয়, কিন্তু কমান্ডোরা এগোতেই তাদের উপরে রাইফেল থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। মাত্র কয়েকজন কমান্ডোই প্রাণে বেঁচে যায়। সেনাবাহিনী আন্দাজও করতে পারেনি তাদের এরকম প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথম 45 মিনিটেই সেনারা বুঝে গিয়েছিল যে অস্ত্র ভান্ডার নিয়ে ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গীসাথিরা বেশ শক্তপোক্ত দুর্গই গড়ে তুলেছে। শুধু মন্দির চত্বরের উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গুলি চালাচ্ছিল তাই নয়, ভূগর্ভস্থ নালাতে যে ম্যানহোল থাকে সেগুলো খুলে গুলি চালিয়ে আবারো তারা ভেতরে লুকিয়ে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনী যখন আর এগোতে পারছিলনা তখন আর্মড্ পার্সোনাল ক্যারিয়ার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই যানগুলো ছিল গুলি নিরোধক, কিন্তু গাড়িটা আকাল তখতের দিকে এগোতেই চীনা রকেট লঞ্চার দিয়ে সেটা উড়িয়ে দেওয়া হয়। সেনারা আন্দাজ করতে পারেনি যে ওদের কাছে রকেট লঞ্চার আছে এরপর ট্যাংক নিয়ে আসা হয়। জেনারেল ব্রার বলেন 'আগে থেকে ট্যাঙ্ক পাঠানোর কথা ভাবাই হয়নি কিন্তু আকাল তখতের কাছাকাছিও যখন পৌঁছনো যাচ্ছে না দেখেই ট্যাঙ্ক আনার কথা ভাবা হয়। আমাদের আশঙ্কা ছিল ভোর হলেই চারিদিক থেকে হাজার হাজার লোক চলে এসে না বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ভোর হয়ে আসছিল, কিন্তু কিছুতেই এগোনো যাচ্ছিল না। তখন ঠিক করা হয় যে ট্যাঙ্ক থেকে আকাল তখতের ওপরের তলাগুলোকে লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া হবে। ইট পাথর উপর থেকে পড়তে থাকলে ভেতরে অবস্থান করা লোকেরা ভয়ে বেরিয়ে আসবে'(https://www.bbc.com /bengali/news.48535119)।

অকাল তখতের ভবনের বেশিরভাগ অংশ ভেঙে যায়, পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে যুদ্ধ চলে। ভিন্দ্রানওয়ালের লোকজন সেনা জওয়ানদের সাথে লড়াই করার জন্য বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। 6 জুন সকালের মধ্যে সেনাবাহিনী মন্দির এবং আশেপাশের মন্দির সংলগ্ন স্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ভোর সাড়ে 4 টা নাগাদ সেনা কমান্ডোরা অকাল তকতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আরও দুই ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলে। জেনারেল ব্রার বলেন 'The extremists fought to the last man'। ভিন্দ্রানওয়ালে, আমরিক সিং এবং জেনারেল শাহবেগ সিং এর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ বেসমেন্টে পাওয়া যায় ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সেনাবাহিনীর দ্বারা আরো চল্লিশটি গুরুদুয়ারে অনুরূপ যুদ্ধ সংগঠিত হয়, কারণ সেনাবাহিনীরা গুরুদুয়ারে সন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ করেছিল। এর মধ্যে ছিল পাতিয়ালার দুঃখ নিবারণ, তারান তারান ও মেগোর গুরুদুয়ারগুলো (Singh, 2024, p.358-359)। পুরো অপারেশনের সবথেকে বিতর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বর্ণ মন্দিরের গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া । গ্রন্থাগারের মধ্যে শিখ গুরুদের হাতে লেখা পাঞ্জাব গুরু গ্রন্থ সাহেবের অরিজিনাল কপি ছিল ।

অনেক শিখ বিশ্বাস করে সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাগারে আগুন ধরিয়েছিল। অশোক সিং, যিনি চন্ডিগড়ের শিখ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করতেন, তিনি বলেছিলেন 'Any army which wants to destroy nation destroys its culture. That's why the Indian army burnt the library' (Tully & Jacob, 2023, p.186).

এই অভিযানের সাধারণ মানুষের হতাহতির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এবং প্রায় 700 সেনা অফিসার প্রাণ হারিয়েছেন বলে অনুমান করা হয় । এই অভিযানের ফলে পুরো শিখ সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ভিন্দ্রানওয়ালের মৃত্যুতে তারা এতটা ক্ষুব্ধ হয়নি যতটা ভারতীয় সেনা বাহিনীর তাদের প্রধান মন্দিরে হামলার কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল । ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপের কথা শুনে শিখ সৈন্যরা দেশের বিভিন্ন অংশে তাদের সৈন্যদল (Regiment) ছেড়ে দেয়। অনেক শিখ সৈন্য তাদের বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য অমৃতসরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। সরকারি কর্তৃপক্ষ থেকে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। অনেক শীর্ষ সরকারি পদাধিকারী শিখরা পদত্যাগ করেন। বিশিষ্ট শিখ বুদ্ধিজীবীরা তাদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান ফিরিয়ে দেন এবং অনেক শিখ রাজনীতিবিদ প্রতিবাদে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন (Deol, 2000, p.207-209)।

অপারেশন ব্লু স্টারের একমাস পরে সরকার 10 জুলাই সেই ঘটনাগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশ করে, যার নাম 'The White Paper on the Punjab Agitation'। এই সংস্করণে একতরফা বর্ণনা ছাড়াও এতে অনেক তথ্যগত ক্ষেত্রে ভুল ধারণা প্রদান করা হয়। এর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল আকালি আন্দোলন ভিন্দ্রানওয়ালের সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়েছিল। যেহেতু আকালিরা এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তাই সরকারের কাছে এটি বন্ধ করা ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না ।

The White Paper সংস্করণে ভিন্দ্রানওয়ালেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করে ভিন্দ্রানওয়ালের অপকর্মের সম্পূর্ণ দায়ভার আকালিদের ওপর চাপানো হয়। সরকারের মুখপাত্র 'বিদেশি হস্তক্ষেপ' (পষ্ট ভাবে পাকিস্তান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা উভয়কেই বোঝানো হয়) - এর কথা উল্লেখ করে, যারা সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা করে দিয়েছিল। তারা জম্মু ও কাশ্মীরে শিবিরও তৈরি করেছিল । 'The White Paper' এ আরও উল্লেখ করা হয় 'The government has reasons to believe that the terrorist were receiving different kind of active support from certain foreign sources' (Singh, 2024, p.358-359).

এখানে কানাডার একটি চরমপন্থী শিখ গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়, যারা শিখদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জোহান ভান্ডারহর্স্টকে (Johan Vanderhorst) নিয়োগ করেছিল। এই উদ্ধৃত তথ্যের একমাত্র উৎস ছিল 'The Vancouver Sun'।

White paper সংস্করণে মানুষের হতাহতের সংখ্যা ও পবিত্র সম্পত্তির ক্ষতির অনুমানের ক্ষেত্রে সবথেকে স্পষ্ট ভুল পরিলক্ষিত হয়। White paper - এর মতে সন্ত্রাসবাদীদের নিহতের সংখ্যা 554 এবং আহত হয় 121 জন, সেনাবাহিনীদের হতে হতে সংখ্যা কমিয়ে 92 জন নিহত এবং 287 জন আহতের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে এই সংখ্যাটি White Paper এর দেওয়া তথ্যের প্রায় সাত গুণ বেশি ছিল। তাদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় 1500 থেকে 5000 জন ছিল। সরকার সেখানে আরো উল্লেখ করে, স্বর্ণ মন্দিরের কোন ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অপারেশন ব্লু স্টারের কয়েক দিন পরে যেসব সাংবাদিকদের মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা Golden Leaf এবং Marvel থেকে শত শত তাজা বুলেটের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিল (Singh, 2024, p.363-367)।

এই White Paper ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ি বলেছিলেন 'It evaded more issues than it tackled'। India Today পত্রিকা এই ঘটনাকে 'Operation White - wash' বললে উল্লেখ করে।

সরকার তাড়াহুড়ো করে কাজ করে এবং 1984 সালের অক্টোবরে SGPC -এর কাছে নয়, মন্দিরের প্রধান পুরোহিতদের কাছে হস্তান্তর করার আগে দ্রুত অকাল তখত পুনর্নির্মাণ করে। এটি শিখদের মধ্যে অসন্তোষ বজায় রেখেছিল যারা অনুভব করেছিল যে সরকার প্রথাগত করসেবা বা 'voluntary service in accordance with Sikh tradition'-র মাধ্যমে তাদের ঐতিহাসিক মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য শিখ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশেষাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

দরবার সাহেবের উপর হামলার পরের মাসগুলিতে, 1984 সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, সরকার অপারেশন উডরোজ (Operation Woodrose) পরিচালনা করে। প্রদেশে ব্যাপক জনসাধারণের বিক্ষোভের প্রাদুর্ভাবকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা হিসেবে এই অপারেশন চালানো হয়, অপারেশন উডরোজ (Woodrose) এর কোড-নাম দেওয়া হয়। অকালি নেতাদের আটক করা হয় এবং All India Sikh Student's Federation (AISSF) এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেনাবাহিনী গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালায় এবং হাজার হাজার

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

শিখ, বিশেষ করে যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় এবং অনেককে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। এই সময়কালেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রামীণ শিখ যুবক প্রতিবেশীদের দেশ পাকিস্তানে চলে যায়। সরকার কঠোর অধ্যাদেশ জারি করে যা কর্তৃপক্ষকে পরোয়ানা ছাড়াই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে এবং প্রদেশে বিচার ছাড়াই মানুষকে আটক করতে সক্ষম করে। 1985 সালের Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act বা TADA- এর অধীনে অভিযুক্ত যদি নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। উপরন্তু, নির্যাতনের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকের মধ্যে অনেক শিখকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল (Deol, 2000, p.209-210)।

1984 সালের 15 অক্টোবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায় যে, 8000 বেশি মানুষ তাদের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে বা পুলিশ তাদের আটক করেছে। পাঞ্জাবি ভাষার সংবাদপত্রগুলি এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যা অনুমান করেছিল। সরকার কখনও এই জেলাগুলিতে নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা নিয়ে তদন্ত করেনি এবং তদন্ত করার জন্য সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। এর আগে স্বর্ণমন্দির চত্বরের অভ্যন্তরে অপারেশন ব্লুস্টারে 5000-এরও বেশি বেসামরিক মৃত্যুর অনুমান করা যায়। 8000 "Missing in Woodrose" এবং অমৃতসরে ফিরে যাওয়ার পথে নিহত সৈন্য এবং অপারেশন ব্লুস্টার-এর সময় দরবার সাহিবে পৌঁছনোর চেষ্টা করার সময় গ্রামবাসীদের হত্যা করা ছাড়াও, 1984 সালের জুন ও জুলাই মাসে বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা 18000 থেকে 20000-এর মধ্যে হতে পারে (Jaijee, 1998, p.108)।

সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি দমন করার পরিবর্তে, ব্লু স্টার এবং অপারেশন উডরোজ অভিযান বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং শত শত শিখ যুবক-যুবতীকে সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত হতে প্ররোচিত করে। যারা সেনাবাহিনীর জাল থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে ও তাদের এই অভিযানের জন্য একটি ঘাঁটি করে তোলে। ইংল্যান্ড, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত পাকিস্তানে সহজেই ক্রয়যোগ্য অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে তারা ফিরে আসে। তারা সন্ত্রাসবাদের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ সেনাবাহিনীর নৃশংসতার পরে জনগণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল (Singh, 2024, p.363-367)।

অপারেশন ব্লু স্টার শিখদের পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারা সরকারের সাথে আপোষ করতে রাজি হবে এই বিভ্রম শীঘ্রই দূর হয়ে যায় এবং এই চাপা অসন্তোষ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি তৈরি করে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড

1984 সালের 31 অক্টোবর সকাল 9:15 তে ইন্দিরা গান্ধী, যিনি প্রায় বিশ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁর বাংলো চত্বর অতিক্রম করে তাঁর অফিসে যাওয়ার জন্য পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেই সকালে, তিনি গেরুয়া রঙের শাড়ি পরেছিলেন। তিনি নাট্যকার, অভিনেতা এবং হাস্যরসবিদ পিটার উস্তিনভের সাথে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে যাচ্ছিলেন। শিখ ধর্মে, গেরুয়া রং শহীদের প্রতীক। শ্রীমতী গান্ধীর বাড়ি এবং তাঁর অফিসের প্রাঙ্গনগুলি একটি উইকেট-গেট সহ একটি বেড়া দ্বারা পৃথক করা হয়েছিল। যথারীতি প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আর. কে. ধাওয়ানের সঙ্গে গেটের কাছে আসছিলেন, তখন তিনি সেখানে কর্তব্যরত শিখ উপ-পুলিশ পরিদর্শক বিয়ন্ত সিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই সময় সে তার রিভলবারটি বের করে এবং গুলি চালায়। শ্রীমতী গান্ধী মাটিতে পড়ে যায় এবং গেটের অপর পাশে কর্তব্যরত শিখ কনস্টেবল সতবন্ত সিং তার স্টেনগানটি তার শরীরে খালি করে দেয়। গুলি করার পর বিয়ন্ত সিং আর সতবন্ত সিং নিজেদের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দেন এবং বলেন, "আমাদের যা করার ছিল সেটা করেছি, এবার তোমাদের যা করার করো।" ইন্দিরা গান্ধীকে All India Institute of Medical Science (AIIMS)-এ নিয়ে যাওয়া হয় (Tully & Jacob, 2023, p.1-2)।

দুপুর 2:20 পর্যন্ত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেননি, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় তিনি আসলে ক্লিনিক্যালি মৃত ছিলেন। AIIMS-এর সুপারিনটেনডেন্ট পরে বলেছিলেন যে তাঁর শরীরে কুড়িটিরও বেশি গুলির ক্ষত পাওয়া গেছে, যা তার লিভার, কিডনি এবং হাত এবং তার শরীরের ডান দিকের কিছু ধমনী ও শিরায় ছিদ্র করে দেয়। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুর পরের সন্ধ্যায় AIIMS-এর দিকে যাওয়ার প্রধান রাস্তায় শিখ বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন, মনে হচ্ছিল ভারত আগুনে জ্বলছে। প্রায় একমাত্র রাজ্য যা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি তা হল শিখদের মাতৃভূমি পাঞ্জাব। সেখানে হিন্দুরা শিখদের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সেনাবাহিনীর ব্যাপক মোতায়েন এবং অনেক শিখ নেতার দায়িত্বশীল আচরণ তাদের প্রতিরোধ করতে বাধা দেয় (Tully & Jacob, 2023, p.3-5)।

AIIMS থেকে জনতা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যাস্তের সময়, শিখদের মালিকানাধীন নতুন দিল্লির প্রধান শপিং সেন্টার, কন্নট সার্কাসের দোকানগুলি লুটপাট করা হয়েছিল এবং আগুন লাগানো হয়েছিল। বিশাল জনতা দৃশ্যটি দেখেছিল; উপস্থিত বিপুল সংখ্যক পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে ছিল। শিখদের দ্বারা চালিত ট্যাক্সি, ট্রাক, তিন চাকার গাড়ি এবং স্কুটারগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং জ্বালিয়ে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দেওয়া হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে ধোঁয়ার মতন মেঘ বইতে শুরু করে। এটা স্পষ্ট ছিল যে শহরটি আগুনে জ্বলছে এবং আগুন দ্রুত নেভানো না হলে এটি পুরো শহরকে গ্রাস করবে। তখন পর্যন্ত শিখদের হত্যার কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রাজধানীতে, দুইদিন ধরে, স্থানীয় কংগ্রেস পার্টির কর্মীদের নেতৃত্বে গুণ্ডাদের দল রাস্তায় ঘোরাফেরা করে, ইচ্ছামত হত্যা, জ্বালিয়ে দেওয়া এবং লুটপাট করে। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয়ভাবে বিশৃঙ্খলায় যোগ দেয়, অন্য ক্ষেত্রে তারা চোখ বন্ধ করে রাখে। পুলিশ স্টেশনগুলির দ্বারা সদর দফতরে (Head Quarters) রিপোর্ট এতটাই সীমিত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে পুলিশ কমিশনার কী ঘটছে তা জানতেন না। কিছু হিন্দুদের ইচ্ছাকৃত উস্কানি মূলক গুজব শিখদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যুতে শিখদের আনন্দিত হওয়ার অতিরঞ্জিত গল্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যদিও কোনও সন্দেহ নেই যে, কিছু ক্ষেত্রে শিখরা তাঁর হত্যাকাণ্ড উদযাপন করে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

শিখদের প্রতিরোধ করার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। তারা দিল্লির জনসংখ্যার মাত্র 7.5 শতাংশ ছিল, যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা 83 শতাংশ ছিল। পয়লা নভেম্বরের সকাল থেকে শিখদের হত্যা শুরু হয় এবং নভেম্বরের 3 তারিখ বিকেলে শ্রীমতী গান্ধীর শেষকৃত্য পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে। দিল্লিতে প্রায় শতাধিক শিখ গুরুদুয়ারা পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং হাজার হাজার শিখ দোকান, বাড়ি ও কারখানা লুটপাট ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অল্পবয়সী শিখ মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয় এবং শিখদের, বিশেষ করে 15 থেকে 50 বছর বয়সীদের, নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। ট্রেন ও বাস বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শিখ যাত্রীদের টেনে বের করে হত্যা করা হয়। ট্রেনে হতাহতদের মধ্যে ইউনিফর্ম পরিহিত অসংখ্য সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। হত্যাকাণ্ডগুলি একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করেছিল। ভুক্তভোগীদের প্রথমে লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়, তারপর পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যপক গণহত্যার (Holocaust)পর্যায়ে, হত্যার পদ্ধতিতে একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথমে ভুক্তভোগীর হাতগুলি তার পিছনে বাধা হয়, পরে একটি জ্বলন্ত মোটর টায়ার জ্বলন্ত মালার মতো করে গলায় পড়ানো হয়েছিল। সেই চার দিনে নিহত শিখদের সঠিক সংখ্যা খুঁজে বের করা অসম্ভব। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম এবং সরকারী সংস্থাগুলির জারি করা হ্যান্ডআউটগুলি প্রথমে এই সংখ্যাটি 400-এর নিচে রাখে। দেখা গেল যে শুধুমাত্র দিল্লিতে হত্যার প্রথম দুই দিনে বিধবা হয়ে যাওয়া শিখ মহিলাদের সংখ্যা এবং যারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সংখ্যা 1000 ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লি ছাড়াও, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে গণহত্যা হয়েছিল। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, রাঁচি এবং রৌরকেলার মতো শহরগুলি এবং বিহার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রাই 10 হাজার শিখ নিহত হয়েছিল (তাদের অর্ধেকেরও বেশি রাজধানীতে) । শিখ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করা আরও কঠিন ছিল। কারণ এর মধ্যে ছিল Messrs Pure Drinks তিনটি bottling plants -এর মতো বড় স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছিল, যার মূল্য ছিল কোটি কোটি টাকা। আরো কয়েক হাজার মূল্যের ছোট দোকান এবং গাছপালা নষ্ট করা হয়েছিল। দিল্লির শরণার্থী শিবিরে 50 হাজারেরও বেশি শিখকে রাখা হয়েছিল। 20000 থেকে 30000 শিখ পরিবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে পাঞ্জাবে চলে আসে (Singh, 2024, p.378-379)।

19 নভেম্বর শ্রীমতী গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে রাজীব গান্ধী তাঁর প্রথম জনসভায় বলেছিলেন, “When a mighty banyan tree falls, the earth beneath it is bound to shake.” গণহত্যার শিকারদের পরিবারের প্রতি তাঁর সহানুভূতির একটি শব্দও ছিল না। শাস্তি পাওয়া একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর পি. জি. গাভাই, যাঁকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল এবং পুলিশ কমিশনার, যাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এই অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া 1809 জন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অথবা কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যস্থতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকার এই দাবির ভিত্তিতে গণহত্যার তদন্ত শুরু করতে অস্বীকার করে যে এটি বিপরীত ফলদায়ক প্রমাণিত হবে। পরবর্তীকালে 'নাগরিক একতা মঞ্চ'- এর স্বেচ্ছাসেবকরা হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই উৎসগুলির একজনও সদস্য শিখ ছিলেন না। তাদের অনুসন্ধানগুলি 1984 সালের নভেম্বরে 'Who Are The Guilty?' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার ক্রম বর্ণনা করার পর তারা এত সাহস দেখিয়ে রাজনীতিবিদ, পুলিশ এবং অন্যান্যদের নাম প্রকাশ করেন, যাদেরকে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা হিংসার প্ররোচক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য এইচ. কে. এল. ভগত এবং তিনজন সংসদ সদস্য, জগদীশ টাইটলার (কয়েক মাস পরে মন্ত্রিত্বে উন্নীত) সজ্জন কুমার ও ধরম কুমার শাস্ত্রী। অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের সদস্য, মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য,এবং কয়েকজন যুব নেতা। জনতাকে প্ররোচিত করা এবং লুটপাট ভাগাভাগি করার জন্য 13 জন পুলিশ অফিসারের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল; বিভিন্ন অপরাধে অংশগ্রহণের জন্য আরও 198 জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল (Singh, 2024, p.381)।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিখ বিরোধী দাঙ্গার তদন্তের প্রত্যাখ্যান শিখ সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করে। শিখবিরোধী দাঙ্গার 11 বছর পরেও সরকার কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। সরকারের পদক্ষেপগুলি শিখদের দ্বারা বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি নাটকীয়ভাবে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং শিখদের বিরুদ্ধে সরকারী ষড়যন্ত্রের প্রত্যয়কে যথেষ্ট বাড়িয়ে তোলে (Deol, 2000, p.209-211)।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

Mark Tully and Satish Jacob তাদের 'Amritsar Mrs Gandhi's Last Battle' বইতে লিখেছেন 'By her death, Indira Gandhi had ensured the succession, but she left her son a nation more bitterly divided than at any time since partition. The Sikhs, the most prosperous and progressive community in India, had been humiliated. Mrs Gandhi had played into the hands of the Sikh fundamentalists, and many of them were now openly separatist. The riots which followed her death caused many Sikhs who had never thought of secession to wonder whether they were safe within India.' (Tully & Jacob, 2023, p.15).

পরিশেষে বলা যায়, অপারেশন ব্লু স্টার ভারতীয় ইতিহাসের এক বিভাজন রেখা সৃষ্টিকারী ঘটনা, যার প্রভাব আজও অব্যাহত। ১৯৮৪ সালের জুনে স্বর্ণমন্দিরে এই সামরিক অভিযান পাঞ্জাবের জঙ্গি সমস্যার সাময়িক সমাধান এনে দিলেও, এর দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি ছিল সুদূরপ্রসারী ও গভীরভাবে বিভাজনকারী। এই অভিযান প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ যখন ধর্মীয় অনুভূতি ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন তার মূল্য চোকাতে হয় সমগ্র সমাজকে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু এবং তার পরে সংঘটিত শিখ-বিরোধী দাঙ্গা এই ট্র্যাজেডির দুঃখজনক অধ্যায়। পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আরও এক দশকের বেশি সময় লেগেছিল, এবং শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষত আজও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। অপারেশন ব্লু স্টার আমাদের শেখায়—সঙ্কট মোকাবিলায় শুধু বলপ্রয়োগ নয়, প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কূটনৈতিক দক্ষতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সংবেদনশীলতা। ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী ভারতের জন্য এই ঘটনা একটি সতর্কবার্তা, যা মনে করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে সুস্থ দূরত্ব এবং আস্থার সম্পর্ক কতটা জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি

Deol, H. (2000). *Religion and Nationalism in India: The case of the Punjab.* Routledge.
Kapur, R. A. (1986). *Sikh Separatism: The Politics of Faith.* Allen & Unwin.
Singh, K. (2023). *A History of the Sikhs: 1469-1839.* Vol I. Oxford University Press.
Singh, K. (2024). *A History of the Sikhs: 1839-2004.* Vol II. Oxford University Press.
Tully, M. & Jacob, S. (2023). *Amritsar Mrs Gandhi's Last Battle.* Rupa Publication.
Singh Jaijee, I.(1999). *Politics of Genocide: Punjab 1984-1998.* Ajanta Publications.
https://www.bbc.com /bengali/news.48535119